বিচার মানি,তাল গাছ আমার

বর্ণসফট এ লিখতে এখনো কষ্ট হয়, বিজয় ডিস্ক পাবার অপেক্ষায় আজো। ভিন্নমত/সদালাপ সম্পাদক সিডি পাঠাবেন বলেছেন। দেশ থেকেও দুয়েক জন বলেছেন পাঠাবেন; কেবল পরিচিত মানুষ আসার অপেক্ষা(আমাদের মত মানুষের আবার সজন বান্ধব খুব বেশি নেইতো)। লিখতে মন চায় অনেক, আঙ্গুল সঠিক 'কী' খুজে পায় না। সময় চলে যায়, লেখা এগোয় না। তবু চেষ্টা করি। বানান ভুল ক্ষমার চোখে দেখবেন পাঠকবর্গ, এ আশা রইল।

সহনশীলতা নিয়ে কিছু বলার ইচ্ছে অনেকদিনের, বলা হয়নি; মূলত লেখার গতি না থাকায়। অপেক্ষায় আছি, বিজয় ফিরে পেলে লিখব। ডঃ হুমায়ুন আজাদের উপর বর্বরোচিত হামলার পর ফাহমিদা রহমান এর লেখার ওপর ঢাকাইয়ার মন্তব্য এবং ফাহমিদার উত্তর পড়ে সহনশীলতার বিষয়ে কিছু লিখতে মনে চাইল। সে কারণেই কী বোর্ডে হাত লাগানো।
ডঃ আজাদের ওপর অমানবিক ও বর্বরোচিত হামলার পর অনেকের মত আমিও আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলাম, খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে। সকলের মত ফাহমিদাও লিখেছেন। তিনি এও লিখেছেন যে, তিনি ডঃ আজাদের বই পড়েন নি। এতে দোষের কিছু দেখিনা, সবাই সবার লেখা পড়বেন বা পছন্দ করবেন, এটা নাও হতে পারে। বিখ্যাত লেখকের লেখা অনেকের পছন্দ নাও হতে পারে। আবার পছন্দের লেখকের সব লেখা যে একজনের পছন্দ হবে তাও ঠিক নয়। তেমনি করে ফাহমিদার কাছে হুমায়ুন আজাদের লেখা ভাল না লাগাটা দোষের কিছু নয়। তিনি পড়েন নি হুমায়ুন আজাদের লেখা, এ সত্য কথাতা বলায় তাকে আমি সাদুবাদ জানাই। তবু তিনি তার ওপর হামলার নিন্দা জানিয়েছেন-এটাই বড় কথা।
ফাহমিদার হুমায়ুন আজাদ না পড়ার সূত্র ধরে ঢাকাইয়া যা বললেন, তা কি সঙ্গত? আমি/আমরা মানি আর না মানি, শেখ মুজিব, জিয়া, সৈয়দ নজরুল এদের সকলের মত গোলাম আজম, নিজামি, মুজাহিদ, খন্দকার মোশতাক, তোয়াহা, সকলেই নেতা। নিজামিকে যতই আমরা গালি দেইনা কেন বাংলাদেশের ইতিহাসে তার নাম মন্ত্রীর তালিকায় থেকে যাবে। যেমনটি থাকবে মোশতাকের নাম প্রেসিডেন্ট হিসেবে। এরশাদকে প্রেসিডেন্ট না মানলেও তার হাতে নিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিনই পরবর্তিতে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এবং নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতায় আসার পথ করে দিয়েছেন। যদি এরশাদ অবৈধ হন তবে শাহাবুদ্দিন, খালেদা, হাবিবুর রহমান, হাসিনা, লতিফুর রহমান আবার খালেদা সকলেই অবৈধ হবেন, তাই নয় কি?

এরপরও বলছি, আজ যদি এরশাদ পরলোকগমন করেন, অন্যান্য নেতারা কি শোক বানী পাঠাবেন না? সমমনা না হলেও বিদ্যান একজনের বিপদে শোক প্রকাশ করে ফাহমিদা কী দোষ করেছেন? না করেন নি, বরং তিনি সঠিক কাজটিই করেছেন। এতে করে একজন বিদ্যানকে যথার্থ সম্মান তিনি দিয়েছেন। আমার বুঝতে কষ্ট হয়, ঢাকাইয়া এতে ক্ষেপলেন কেন? কেন ফাহমিদা পিছনে লাগলেন তিনি? তার উত্তরে ফাহমিদা যা বলেছেন, সেগুলি কি অযৌক্তিক? আমার তো মনে হয় তিনি সঠিক কথাই বলেছেন।

আমাদের দেশে শিক্ষক আর বসদের স্যার বলে সম্বধন করা হয়। ডঃ আজাদ আমার সরাসরি শিক্ষক নন, তবু আমার লেখায় আমি তাকে 'স্যার' বলে সম্বধন করেছি, কেননা তার সহকর্মী শিক্ষকগণ আমার সরাসরি শিক্ষক। আমি তার লেখা পছন্দ করি বলে সবাই তার লেখা পছন্দ করবে, এমন অবাস্তব দাবী আমি করবো কেন? আমি যদি তা করি, তাহলে মৌলবাদিদের সাথে আমার তফাতটা রইল কোথায়? জনাব ঢাকাইয়া, বিষয়টা একবার ভেবে দেখবেন কি?

ধর্মীয় মৌলবাদিরা 'নাস্তিক' শব্দটাকে গালি হিসেবে ব্যবহার করে, ইদানিং ভিন্নমত এ দেখছি মুক্তমনা বলে দাবীদারগণ 'মৌলবাদী' শব্দটাকে একই কায়দায় গালি হিসেবে ব্যবহার কছেন। এতেকরে তারাও কি 'নাস্তিক মৌলবাদি' হয়ে যাচ্ছেন না? তারাও কি মৌলবাদিদের মত অসহনশীল হয়ে উঠছেন তাহলে?
দীর্ঘদিন ভিন্নমত এ না লিখতে পারলেও, পাঠকতো ছিলাম। ইদানিং দেখছি মুক্তমনার

দাবীদারগণ যথেষ্ট অসহনশীল হয়ে উঠছেন সার্বিক অর্থে। অন্যের মতকে তারা মোটেই সহ্য করতে পারছেন না। এটাও মৌলবাদের লক্ষণ। যা মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। মুক্তমনারা কেবল মুসলিম মৌলবাদ দেখে, দেখেনা ইহুদী মৌলবাদ বা হিন্দু মৌলবাদ। এরা দেখে কেবল আরব জাত্যাভিমান, দেখেনা জাপানী, জার্মানী বা ইংলিশ জাত্যাভিমান। আমি জাপানের এক আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে দেখেছি, জাপানীরা আজো নিজেদের দুনিয়ার সেরা জাতি ভাবে এবং অন্যান্য দেশের জাতীয় পতাকাকে তাদের জাতীয় পতাকার নিচে স্থান দেয়। আরবরা কিন্তু এমনটি করেনা।

মুক্তমনা হতে হলে সকলকে এক মাপে দেখা উচিত, তাই নয় কি? আপনারা কি পেরেছেন সত্যিকারের মুক্তমনা হতে? ভেবে দেখবেন কি একবার? জানি আমার এ লেখাটা ছাপা হবার পর আমাকে আবারো ইসলামিস্ট বলে গালি দেয়া হবে। বলা হবে আমি লিবারেল ধাচের মৌলবাদি। কেননা আমি সেই সব মুক্তমনাদের মত 'নাস্তিক মৌলবাদী' নই। এক কথায় তাদের গোত্রভুক্ত নই। আমি যা ভাল মনে করি, তাই বলি, সকল মতকে সম্মান করতে চেষ্টা করি। কারো শিখিয়ে দেয়া বুলি তোতা পাখির মত বলে যাই না।

এসব মুক্তমনারা নিজেদের সবকিছুকে সঠিক মনে করেন, আর অন্যদের সবকিছুকে বেঠিক মনে করেন। এতাও এক ধরণের মোলবাদী চরিত্র। তাদের দাবীটা এমন, বিচার মানি, তাল গাছটা আমার চাইই চাই।
আর লিখতে পারছিনা, বিজয় পেলে আবার লিখব। আমার কথায় কেও কস্ট পেয়ে থাকলে দুঃখ প্রকাশ করছি। সকলকে শ্রদ্ধা করতে শিখুন, এতে দোষের কিছু নেই।
অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।
সবাই ভাল থাকুন।

নুরুল্লাহ মাসুম
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
৬ মার্চ, ২০০৪